দামুড়হুদায় মৌসুমের প্রথম ঝড়ে লণ্ডভণ্ড কৃষকের ক্ষেত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় আকস্মিক ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন হাউলি ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কৃষকরা।

গত রোববার রাত ৯টার দিকে শুরু হওয়া এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভুট্টা, কলা ও পেঁপে বাগান। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন স্থানীয় চাষিরা। উপজেলা কৃষি অফিস বলছে, মাঠপর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ করছেন তারা।

কৃষকরা জানান, রোববার রাত ৯টার দিকে হঠাৎ করেই চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ওপর দিয়ে বয়ে যায় আকস্মিক ঝড়। মাত্র কয়েক মিনিটের ঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মাঠের পর মাঠের ফসল। অন্ধকার রাতে প্রকৃতির এই রুদ্ররূপে প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও, কৃষকের ঘাম ঝরানো শ্রমে গড়ে তোলা বাগান ও ফসলের ক্ষেত মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। দিনের আলো ফুটতেই বেরিয়ে আসে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন। কৃষকরা বলছেন, ফসল ঘরে তোলার ঠিক আগ মুহূর্তে এই দুর্যোগ তাদের পথে বসিয়ে দিয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, এই ঝড়ে ১০ হেক্টর জমির পেঁপে বাগান, ১২ হেক্টর জমির কলা বাগান, ৩ হেক্টর জমির গম এবং ২৫ হেক্টর জমির ভুট্টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক বাগান ও ক্ষেতের একটি গাছও অক্ষত নেই।

তিনি আরও জানান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে কৃষকদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন কৃষি বিভাগের মাঠকর্মীরা। তবে ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত আর্থিক অঙ্ক নির্ধারণে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

প্রকৃতির এই তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা এখন সরকারি আর্থিক সহায়তার আশায় প্রহর গুনছেন।

ঝিনাইদহে স্বর্ণময়ীর বাড়িতে শোকের মাতম, শহরে নিন্দার ঝড়

ঢাকার মিডিয়া কর্মী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুকে কোন রকম ভাবেই মেনে নিতে পারছে না পরিবার, বাড়িতে বইছে শোকের মাতম, এদিকে কে নিয়ে ঝিনাইদহ শহর জুড়ে চলছে নিন্দার ঝড়।

গত ১৮ অক্টোবর ঢাকা স্ট্রিম হাউজের মিডিয়া কর্মী স্বর্ণময়ী শেরেবাংলা নগরের নিজ বাসায় আত্মহত্যা করে। এই আত্মহত্যার কারণ হিসেবে উঠে আসে একই হাউজের একই জেলার সিনিয়র পুরুষ সহকর্মী আলতাফ শাহনেওয়াজ নয়নের নাম।

স্বর্ণময়ী ঝিনাইদহ শহরের আর্দশ পাড়ার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভক্তি গোপাল বিশ্বাসের মেয়ে। অপর দিকে আলতাফ শাহনেওয়াজ নয়ন একই শহরের হামদহ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেনে ছেলে।

এদের উভয়ের গ্রামের বাড়ি একই ইউনিয়নে এবং কর্মস্থল একই হাউজে হওয়ায় সর্ম্পকের সুত্রতা তৈরি হয়। কদিন ধরেই এনিয়ে ঢাকার মিডিয়া হাউজ এবং ঝিনাইদহে সোস্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

কতিথ আলতাফ শাহনেওয়াজ নয়নের বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচিতি থাকলেও যারা প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা তারা বলেন উনি কখোনই মুক্তিযুদ্ধ করেন নি, পরবর্তিতে বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ করে তার ছেলের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট অর্জণ করেছেন।

স্বর্ণময়ীর বন্ধু স্বজনদের নিকট থেকে জানা যায়, সে একজন অত্যন্ত সাহসি এবং প্রগতিশীল মানষিকতার মেয়ে ছিলেন। একই মিডিয়া হাউজে কাজ করার সুবাদে স্বর্ণময়ীকে নানাভাবে মানষিক এবং যৌন হয়রানি করত এই নয়ন। শুধু তাকেই নয় সেই অফিসের ২৬জন সহকর্মী তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেন সম্পাদক বরাবর।

কিন্তু সম্পাদক নয়নের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করে অভিযোগ কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে থাকে এই আলতাফ শাহনেওয়াজের ডাক নাম নয়ন। যিনি নির্লিপ্ত নয়ন নামে কবিতা লিখতেন, ছিলেন প্রথম আলো পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকও ।

তারপর তার পড়ালেখা ও বেড়ে ওঠা সম্পর্কে এখন নানা মুখরোচক

আলোচনা শোনা যাচ্ছে। তিনি প্রতিবন্দ্বী কোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায় সুযোগ করে নেন। এই ধরণের হয়রাণির ঘটনার শিকার হয়ে তার বোন আত্মহত্যা করে বলে আমরা জানি। যে নয়ন সেদিন তার বোনের ধর্ষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছিলো অনেকেই এগিয়ে এসছিল সেই প্রতিবাদ মিছিলে, আজ সে নিজেই একজনের আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাড়ালেন বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক বলে দাবি করেণ শহরের বিজ্ঞজনেরা।

সহকর্মীর বিরুদ্ধে এধরণের যৌন নিপিড়নের কারণে অত্মহত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এলাকাবাসী এবং এই নয়নের গ্রেপ্তার পূর্বক সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে শাস্তি দাবি করেণ তারা। তারা জানান এই অপরাধ ক্ষমাহীন। নয়ন তার ফেসবুকে লিখেছিল “যার ব্রে’স্টের শেপ এরকম ভচকানো, তার বাংলাটা ভচকানো হবে” উপরের এই বাক্যটি স্বর্ণময়ীকে নিয়ে নাকি লিখেছিল। যা স্বর্ণময়ীকে এক পর্যায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে ।

স্বর্ণময়ীর বাড়িতে গেলে দেখাযায় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক বাবা শোকে মুর্ছমান। অপরদিকে নয়নের বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। স্বর্ণময়ীরা দুই ভাই বোনের মধ্যে সে ছোট। ঝিনাইদহবাসী এবং দেশের ২৪৭জন বিশিষ্ট নাগরিক এই প্ররোচিত হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে বিচার দাবি করেণ।

মেহেরপুরে কাল বৈশাখি ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি

মেহেরপুর জেলার কয়েকটি গ্রামের উপর কালবৈশাখী ঝড়সহ শিলা বৃষ্টি হয়েছে। এতে আম,লিচু ভুট্টাসহ উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার দিকে ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। এতে আম,লিচু ঝরে পড়ে । এছাড়াও মাঠের ফসল ভুট্রা,কলা ক্ষেত,লাউয়ের মাচা ও সবজিসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, শিলাবৃষ্টিতে ভুট্টা, আম, লিচু, টমেটোসহ বিভিন্ন প্রকার সব্জির ক্ষেত ভেঙ্গে গেছে।
মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে প্রায় ২ হাজার ২ হেক্টর ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে জেলা

কৃষি বিভাগ নিশ্চিত করেছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-নেত্রীর ভিডিও ভাইরাল, সমালেচনার ঝড়

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ও মুখপাত্র এলমা খাতুনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ নিয়ে চলছে সমালোচনার ঝড়।

মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) রাতে ইয়াসির আরাফাত নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে ১ মিনিট ১২ সেকেন্ডের ওই ভিডিওটি পোস্ট করা হয়।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, একটি ব্যাগ হাতে জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র এলমা খাতুন একটি কক্ষে প্রবেশ করছেন।

এরপর তার সঙ্গে থাকা ব্যাগটি রেখে পাশে থাকা খাটের ওপর অবস্থান নেন তিনি। ওই খাটে তার পাশে শুয়ে ছিলেন জেলার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান। এরপর সাইদুর একটি কম্বল নিজের শরীরের ওপর বিছিয়ে দেন আর মুখপাত্র এলমা খাতুন মোবাইল টিপতে থাকেন। পরে একটি মদ ভর্তি বোতল হাতে নেন এলমা খাতুন। আরেকটি হাতে কয়েকটি ওয়ান টাইমের গ্লাস দেখা গেছে।

জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান বলেন, ‘ভিডিওর বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি গ্রামে রয়েছি আমার মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ নাই। সেজন্য ভিডিওটি দেখতে পারছি না। পরে বিস্তারিত জানাতে পারবো।’

এ বিষয়ে জানতে জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আবু হুরাইরার ব্যবহৃত মোবাইলে কল করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সমেনুজ্জামান সমেন বলেন, ‘শুনেছি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সমাজের অসঙ্গতি দূর করার জন্য কাজ করছে। এখন দেখছি তারা নিজেরাই অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত। এটা ছাত্র

সমাজের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।’

সুজনের জেলা কমিটির সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু বলেন, ‘যদি এই ভিডিওটি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তারা সমাজের জন্য ভালো বার্তা বয়ে আনবে না।’

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১৬ নভেম্বর ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১০৩ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ততকালীন কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সদস্য সচিব আরিফ সোহেল এই কমিটির অনুমোদন করেন। ছয় মাসের জন্য এই কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। কমিটিতে ইসলামী বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু হুরাইরাকে আহবায়ক ও কেসি কলেজের শিক্ষার্থী সাইদুর রহমানকে সদস্য সচিব ঘোষণা করা হয়।

এছাড়াও সাজেদুর রহমানকে মুখ্য সংগঠক এবং ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী এলমা খাতুনকে মুখপাত্র করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় আম্ফানের আঘাতে ব্যাপক ক্ষতি

চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আম্ফান ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। ভেঙ্গে পড়েছে কাচা ঘর, গাছের ডালপালা। ক্ষেতের ফসলও ক্ষতি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার ব্যাপকহারে পানবজর ভেঙে পড়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আবওহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, বুধবার রাতে চুয়াডাঙ্গায় ঝড়ের গতিবেগ সর্বোচ্চ ঘন্টায় ৮২ কিলোমিটার পর্যন্ত ওঠে। রাত দেড়টার পর আম্ফানের গতি কিছুটা কমলেও বাতাস ছিল। ধীরে ধীরে তা কমে আসে ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মোঃ খাইরুল আনাম জানান, আম্ফানের কারণে চুয়াডাঙ্গা জেলায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

প্রস্তুতি হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলায় তিনটি স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র এবং বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাতে কয়েকজন চুয়াডাঙ্গার আশ্রয়কেন্দ্রে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সকালে তারা আবার চলে গেছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক সুফি রফিকুজ্জামান জানান, কলা, পেঁপে, সবজি, পান প্রভৃতি ফসলের ক্ষতি হয়েছে। তবে, এখনো পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ করা যায়নি।

আমবাগান মালিকদেরও ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ে অনেক আম পড়ে গেছে। দু’চার দিন পরই চুয়াডাঙ্গার আম বাজারে আসার কথা ছিল। তার আগেই ক্ষতি হয়ে গেল।

মেহেরপুরে আধা মিনিটে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ১৫টি বাড়ি ও দোকান

মেহেরপুরে তান্ডব চালিয়েছে কাল বৈশাখী ঝড়। আকস্মিক ঝড়ে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে ১২ থেকে ১৫টি বাড়ি ও দোকান। উড়ে গেছে ঘরের টিন। ভেঙ্গে পড়েছে গাছ পালা।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামে কাল বৈশাখী ঝড়ে আধা মিনিটের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এসব বাড়ি ঘর।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, রাত সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ করে ঝড় শুরু হয়। ঝড়ের গতি এতটায় তীব্র ও শক্তিশালী যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘর বাড়ি দোকান পাট ও গাছপাড়া ভেঙ্গে যায়। রাত থেকে বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন আয়ের দিনমুজুর ও দরিদ্র পরিবার।